গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রেলপথ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ শাখা
www.mor.gov.bd
১৬ আব্দুল গণি রোড, রেলভবন, ঢাকা-১০০০

বিষয়: রেলপথ মন্ত্রণালয়ের এপ্রিল, ২০২৬ মাসের সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	মোঃ ফাহিমুল ইসলাম সচিব
সভার তারিখ	**৩০ এপ্রিল ২০২৬**
সভার সময়	**সকাল ১০.০০ ঘটিকা**
স্থান	**সভাকক্ষ, রেলপথ মন্ত্রণালয়**
উপস্থিতি	**পরিশিষ্ট 'ক'**

সভাপতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। বৈশ্বিক জ্বালানি পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে কৃচ্ছতাসাধনের লক্ষ্যে ও সরকারি কার্যক্রম নিরবচ্ছিন্ন ও কার্যকরভাবে পরিচালনা নিশ্চিত করতে ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে সংযুক্ত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, দাপ্তরিক কার্যক্রমকে তরান্বিত করতে এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণকল্পে মন্ত্রণালয়ের সমন্বয় সভা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অতঃপর নতুন যোগদানকৃত কর্মকর্তাদের পরিচিতি পর্বে সভাপতি যোগদানকৃতদের মন্ত্রণালয়ের স্বাগত জানান ।

০২। সভাপতির অনুমতিক্রমে সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন ২ শাখা) আলোচ্যসূচি অনুযায়ী গত সভার কার্যবিবরণী সভায় উপস্থাপন করেন। এতে কোনো সংশোধনী না থাকায় কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

০৩। অত:পর বিষয়ভিত্তিক বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয় :

ক্র:নং	আলোচ্য বিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
৩.১	**(১) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে যথাসময়ে প্রতিবেদন প্রেরণ:** মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সকল প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিত করার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। বাংলাদেশ রেলওয়েসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রতিমাসের ০৫ (পাঁচ) তারিখের মধ্যে রেলপথ মন্ত্রণালয়ে নির্ধারিত ছক অনুযায়ী তথ্য প্রেরণ করার জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া জেলাপ্রশাসক সম্মেলন ২০২৬ এর আলোচ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত রেলপথ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। **(২) মন্ত্রণালয়ের সমন্বয় সভা আয়োজন ও অনিষ্পন্ন বিষয় নিষ্পত্তি সংক্রান্ত:** সভায় নিয়মিতভাবে মন্ত্রণালয়ের সমন্বয় সভা আয়োজনের বিষয়ে আলোচনা হয়। এছাড়া রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ে সম্পর্কিত অনিষ্পন্ন বিষয় দ্রুত নিষ্পত্তির উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ে হতে **প্রতি মাসের ৫ (পাঁচ) তারিখের মধ্যে** নির্ধারিত ছক অনুযায়ী প্রতিবেদন রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। (খ) জেলাপ্রশাসক সম্মেলনের গৃহিত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন সুনির্দিষ্টভাবে প্রেরণ করতে হবে। (গ) প্রতি দুই মাসে একবার সংশ্লিষ্টদের অংশগ্রহণে মন্ত্রণালয়ের সমন্বয় সভা আয়োজন করতে হবে। (ঘ) বাংলাদেশ রেলওয়ে ও মন্ত্রণালয়ের নিকট পরস্পর যে সকল বিষয় অনিষ্পন্ন রয়েছে তা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে; ২। অতিরিক্ত সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়; ৩। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (সকল), বাংলাদেশ রেলওয়ে ৪। সরকারি রেল পরিদর্শক, রেলপথ পরিদর্শন অধিদপ্তর; ৫। যুগ্মসচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়; ৬। অধিশাখা/ শাখা কর্মকর্তা (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৩.২	**নাশকতামূলক কার্যক্রম প্রতিরোধ ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত:** স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত রেখে জিআরপি, আরএনবি এবং রেলকর্মচারীদের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক রেললাইন এবং ট্রেনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সভায় আলোচনা হয়। সভায় পাথর নিক্ষেপের বিষয়ে দুই অঞ্চলে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের বিষয়ে আলোচনাকালে মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব) কক্সবাজারের রামু, ডুলাহাজরা এলাকায় পাথর নিক্ষেপ প্রবণতা বেশি মর্মে উল্লেখ করেন। পাথর নিক্ষেপ প্রবণতা রোধ করতে সচেতনতামূলক TVC তৈরি করা ও তা বাংলাদেশ টেলিভিশন সহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার করার বিষয়ে সকলে একমত পোষণ করেন। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে রেলের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ/ সম্পদ চুরি হবার বিষয়ে রেলওয়ে পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আরএনবি চিফ কমান্ড্যান্ট (পশ্চিম) ফরিদপুরের ভাঙ্গা জংশন এলাকায় ক্যাবল চুরি হচ্ছে মর্মে উল্লেখ করেন। গত দুই মাসে ৩০টি চুরির মামলায় ৪৫ জন কে গ্রেফতার করা হয়েছে মর্মে রেলওয়ে পুলিশের পক্ষ থেকে সভায় অবহিত করা হয়। মহাব্যবস্থাপক (পশ্চিম) সভায় বলেন গোয়েন্দা নজরদারী বৃদ্ধির মাধ্যমে উদ্ধার তৎপরতা বাড়িয়ে মালামাল উদ্ধার করা সম্ভব। এ সময় চুরি প্রতিরোধে Theft Alarm সহ সিস্টেম আধুনিকীকরণের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আজমপুর এলাকায় স্থানীয় বখাটে কর্তৃক মাদক সেবনসহ অন্যান্য অভিযোগের বিষয়ে পদক্ষেপ নেয়ার বিষয়ে আলোচনা হয়। এসি কোচে কোন ক্রমেই যেন স্ট্যান্ডিং যাত্রী না থাকে সে বিষয়ে দায়িত্বরত এটেন্ডেন্টদেরকে সতর্ক থাকতে সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন এবং ডিউটি শিফটিং এর সময়ে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে শিথিলতা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় উল্লেখ করে সংশ্লিষ্টদেরকে শাস্তির আওতায় আনতে হবে মর্মে উল্লেখ করেন।	(ক) রেললাইন এবং ট্রেনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) জিআরপি, আরএনবি এবং রেলকর্মচারীদের রোস্টার ডিউটির মাধ্যমে সার্বক্ষণিক রেলপথের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। (গ) ট্রেনে পাথর নিক্ষেপের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে যথাযথ মানের টিভিসি প্রস্তুত করতে হবে ও ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আগামী ০১ (এক) মাসের মধ্যে টিভিসি প্রস্তুতের কাজ সম্পন্ন করতে হবে। (ঘ) বাংলাদেশ রেলওয়ের সম্পদ যেন চুরি না হয় সে নিমিত্তে আরএনবি ও রেলওয়ে পুলিশের তৎপরতা বৃদ্ধি করতে হবে। (ঙ) শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাথর নিক্ষেপ রোধে সচেতনতামূলক বার্তা দেয়ার জন্য পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলের বিশেষ এলাকাসমূহে দৃশ্যমান ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (চ) ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আজমপুর এলাকায় স্থানীয় বখাটে কর্তৃক মাদক সেবনসহ অন্যান্য অভিযোগের বিষয়ে জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনাসহ রেলওয়ে পুলিশের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (ছ) এসি কোচে কোন ক্রমেই যেন স্ট্যান্ডিং যাত্রী না থাকে সে বিষয়ে দায়িত্বরত এটেন্ডেন্টদেরকে সতর্ক থাকতে হবে এবং কর্তব্যরতদের ডিউটি শিফটিং এর সময়ে দায়িত্বে কোন প্রকার শিথিলতা দেখা গেলে শাস্তির আওতায় আনতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে; ২। অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ; ৩।অতিরিক্ত মহাপরিচালক(অপারেশন/অ বকাঠামো), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৪। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/ পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে; ৫। বিভাগীয় রেলওয়ে ব্যবস্থাপক, (সকল)
৩.৩	**বিনা টিকিটে যাত্রী চলাচল রোধ:** বিনা টিকেটে যাত্রী চলাচল রোধ এবং জাল টিকিটে কেউ যেন ট্রেনে ভ্রমণ করতে না পারে সে বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। "টিকেট যার ভ্রমণ তার" নীতি বাস্তবায়ন ও টিকেট কালোবাজারি প্রতিরোধে আগামী কোরবানী ঈদকে সামনে রেখে মে মাসের শুরুর দিকে টাস্কফোর্স অভিযান পরিচালনার পরিকল্পনা রয়েছে মর্মে অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন) উল্লেখ করেন। নিয়মিত মনিটরিং এর পাশাপাশি যাত্রীচাপ যখন বেশি থাকে সে সময় বিশেষ চেকিং এর ওপর সভাপতি গুরুত্বারোপ করেন।	(ক) 'টিকেট যার ভ্রমণ তার' নীতি বাস্তবায়ন ও টিকেট কালোবাজারি প্রতিরোধে বাংলাদেশ রেলওয়ের বিশেষ টাস্কফোর্স অভিযান অব্যহত রাখতে হবে। (খ) POS Machine ব্যবহারের মাধ্যমে টিকিট চেকিং কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (গ) নিয়মিত মনিটরিংসহ (বৃহস্পতি ও শনিবার) পর্যাপ্ত জনবল দিয়ে মনিটরিং বাড়িয়ে বিনা টিকিটে যাত্রী চলাচল রোধ করে নিরাপদ ও স্বস্তিদায়ক রেলভ্রমণ নিশ্চিত করতে হবে।	১।মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে; ২।অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৩।মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম)
৩.৪	**অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত:** অডিট আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তি করার লক্ষ্যে সভাপতি অঞ্চলভিত্তিক দ্বিপক্ষীয় ও ত্রিপক্ষীয় সভার আয়োজন করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। যুগ্মসচিব (অডিট ও আইসিটি অনুবিভাগ) সভায় বলেন আগামী জুন মাসে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য ত্রি-পক্ষীয় সভার প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ সরাসরি ও অনলাইনে অনুষ্ঠিত হবে মর্মে তিনি উল্লেখ করেন। অতঃপর Non SFI সংক্রান্ত অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির ব্রডশিট জবাব প্রেরণ ও দুই অঞ্চলে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নির্ধারণের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।	(ক) নিয়মিত দ্বিপক্ষীয়/ত্রিপক্ষীয় সভা আয়োজন করতে হবে। (খ) Non SFI সংক্রান্ত অডিট আপত্তির ব্রডশিট জবাব প্রেরণ ও দুই অঞ্চলে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নির্ধারণ করতে হবে। (গ) ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা দুই অঞ্চলের Non SFI সংক্রান্ত অডিট আপত্তির ব্রডশিট জবাব প্রেরণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অর্থ), বাংলাদেশ রেলওয়ে ও মন্ত্রণালয়ে অডিট ও আইসিটি অনুবিভাগে প্রেরণ করবেন।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে; ২। যুগ্মসচিব (অডিট ও আইসিটি), রেলপথ মন্ত্রণালয়; ৩। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অর্থ), বাংলাদেশ রেলওয়ে; ৪। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/ পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

৩.৫	**বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি:** রেলপথ মন্ত্রণালয়ে এবং বাংলাদেশ রেলওয়েতে চলমান বিভাগীয় মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির বিষয় নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভাপতি চলমান বিভাগীয় মামলাসমূহের অগ্রগতির বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যসহ উপস্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করেন।	বিভাগীয় মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং চলমান মামলাসমূহের তথ্যাদি সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	১।মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে; ২। যুগ্মসচিব, (প্রশাসন অধিশাখা-২),রেলপথ মন্ত্রণালয়; ৩। সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-৩শাখা), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩.৬	**জনবল নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ:** সভাপতি বাংলাদেশ রেলওয়ের শূণ্য পদে জনবল নিয়োগের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান। অভ্যন্তরীণ ৬০ ঘন্টা প্রশিক্ষণসহ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের নিয়মিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অর্থ বিভাগের সাম্প্রতিক ব্যয় সাশ্রয় সংক্রান্ত পরিপত্রের আলোকে সম্পন্ন করার ওপর সভাপতি গুরুত্বারোপ করেন। অত:পর রেলওয়ে ট্রেনিং একাডেমিতে চলমান প্রশিক্ষণ কার্যক্রম নিয়ে রেক্টর, রেলওয়ে ট্রেনিং একাডেমি সভায় সকলকে অবহিত করেন।	(ক) অর্থ বিভাগের সাম্প্রতিক ব্যয় সাশ্রয় সংক্রান্ত পরিপত্রের আলোকে রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করতে হবে। (খ) বাংলাদেশ রেলওয়ে এবং মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যাদি সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (গ) রেলওয়ে ট্রেনিং একাডেমিতে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণের তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ের সমন্বয় সভায় অবহিত করতে হবে।	১।মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে; ২।রেক্টর, রেলওয়ে ট্রেনিং একাডেমি; ৩। যুগ্মসচিব (প্রশাসন অধিশাখা-২), রেলপথ মন্ত্রণালয়;
৩.৭	**রেলওয়ে সেবার মানোন্নয়ন:** **(১) সিনিয়র সিটিজেন ও সুবর্ণ নাগরিকদের প্রদত্ত সেবা:** রেলভ্রমণের ক্ষেত্রে ৬৫ বছরের অধিক বয়স্ক এবং সুবর্ণ (প্রতিবন্ধী) নাগরিকদের ২৫% ভাড়া রেয়াতের ক্ষেত্রে প্রকৃত স্টেকহোল্ডারদের নিকট সেবা নিশ্চিত করা এবং অপব্যবহার ঠেকাতে মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়। **(২) মোবাইল কোর্ট পরিচালনা :** সভায় রেলওয়ে স্টেশনে এবং ট্রেনে বিনা টিকিটে যাত্রী চলাচল প্রতিরোধ, ধূমপান এবং টিকিট কালোবাজারীসহ বিবিধ অনিয়ম প্রতিরোধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার বিষয়ে আলোচনা হয়। রেলওয়ে পুলিশের ডিআইজি (ক্রাইম এন্ড ম্যানেজমেন্ট) ঈদযাত্রাকে স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ করতে সিলেট-ঢাকা-চট্টগ্রামসহ গুরুত্বপূর্ন জেলাসমূহে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। **(৩) পরিদর্শন: বাংলাদেশ রেলওয়ের সেবার মানোন্নয়নের জন্য ট্রেন, রেলওয়ে স্টেশন ও অন্যান্য রেলওয়ে স্থাপনা সরেজমিন পরিদর্শনের জন্য রুটভিত্তিক মনিটরিং এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শন সংক্রান্ত বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।** **(৪) পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ও অন-বোর্ড সার্ভিস সংক্রান্ত:** ট্রেনে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করতে অন বোর্ড সার্ভিস প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের থেকে সবোচ্চ সেবা নিশ্চিত করার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। অন্যান্য রুটের পাশাপাশি ঢাকা-কক্সবাজার রুটে পরিচালিত ট্রেনের পরিচ্ছন্নতাসহ রেলসেবার মানের ওপর বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা প্রয়োজন মর্মে সভাপতি উল্লেখ করেন। স্টেশন চত্বরে মশার বংশবিস্তার রোধে বিশেষভাবে ফগার মেশিনের মাধ্যমে স্প্রে করাসহ পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন মর্মে সকলে একমত পোষণ করেন।	**(ক)** রেলভ্রমণের ক্ষেত্রে ৬৫ বছরের অধিক বয়স্ক এবং সুবর্ণ নাগরিকদের ২৫% ভাড়া রেয়াতের ক্ষেত্রে মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। (খ) এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটবৃন্দ নিরাপত্তার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে এবং যে কোনো পরিস্থিতিতে প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করে ও Rationality বজায় রেখে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করবেন । (গ) বিভিন্ন রুটের ট্রেন, স্টেশন, হাসপাতাল, স্কুল পরিদর্শন করে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দের দাখিলকৃত প্রতিবেদনের তথ্য পর্যালোচনান্তে বিদ্যমান সমস্যা সমাধানের গৃহীত ব্যবস্থার প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে। (ঘ) প্রতিটি বিভাগের রেলওয়ে ব্যবস্থাপক (DRM) নিয়মিতভাবে ট্রেন ও স্টেশনের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিদর্শন করবেন। (ঙ) অন বোর্ড সার্ভিস প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের থেকে সবোচ্চ সেবা নিশ্চিত করতে চলমান অন-বোর্ড সার্ভিস প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম নিবিড় তদারকি, আকস্মিক পরিদর্শন ও অনিয়মের ক্ষেত্রে শাস্তি প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। (চ) ঢাকা-কক্সবাজার রুটে পরিচালিত ট্রেনের পরিচ্ছন্নতাসহ রেলসেবার ওপর বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করতে হবে। (ছ) স্টেশন চত্বরে মশার বংশবিস্তার রোধে বিশেষভাবে ফগার মেশিনের মাধ্যমে স্প্রে করাসহ পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করতে সিটি কর্পোরেশনসমূহকে বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক পত্র প্রেরণ করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে; ২। অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক, ৩। যুগ্মসচিব (প্রশাসন অধিশাখা-২), রেলপথ মন্ত্রণালয়; ৪। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/ পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে; ৫। বিভাগীয় রেলওয়ে ব্যবস্থাপক (সকল), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৬। সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-৬ শাখা), রেলপথ মন্ত্রণালয়; ৭। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়/ বাংলাদেশ রেলওয়ে

৩.৮	**অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ ও রেলভূমি ব্যবস্থাপনা:** বাংলাদেশ রেলওয়ের অবৈধ দখলীয় রেলভূমি উচ্ছেদ কার্যক্রম ও জমি সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার ওপর গুরুত্বারোপ করার জন্য সভাপতি নির্দেশ প্রদান করেন। বাংলাদেশ রেলওয়ের মালিকানাধীন জমির যথাযথ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে জেলা প্রশাসনের রাজস্ব সভায় ও সমন্বয় সভায় প্রতিনিধির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন মর্মে সকলে একমত পোষণ করেন। সভাপতি REMS এর সম্প্রসারণের অগ্রগতির ওপর গুরুত্বারোপ করেন। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো) বলেন এ বিষয়ে চট্টগ্রামের কাজ সন্তোষজনক হলেও পাকশীতে তৎপরতা বৃদ্ধি করতে হবে। সভাপতি জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় গাজীপুরের জয়দেবপুর রেলস্টেশন সংলগ্ন অবৈধ দখলকৃত জমি উদ্ধারের বিষয়ে আলোকপাত করেন।	(ক) অবৈধ দখলে থাকা বাংলাদেশ রেলওয়ের জমি থেকে উচ্ছেদ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং উদ্ধারকৃত জমি যেন পুনরায় অবৈধ দখলে না যায় বাউন্ডারি দিয়ে সুরক্ষিত রাখতে হবে। (খ) বাংলাদেশ রেলওয়ের মালিকানাধীন জমির যথাযথ রেকর্ড/ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে জেলা প্রশাসনের রাজস্ব সভায় ও সমন্বয় সভায় প্রতিনিধির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। (গ) REMS এর সম্প্রসারণের অগ্রগতি তরান্বিত করতে হবে। বিভাগীয় ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা পাকশী এর আওতাধীন REMS সম্প্রসারণের কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। (ঘ) গাজীপুরের জয়দেবপুর রেলস্টেশন সংলগ্ন অবৈধ দখলকৃত জমি উদ্ধারের নিমিত্তে জেলা প্রশাসককে পত্র প্রেরণ করতে হবে।	১।মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে; ২। যুগ্মসচিব (আইন ও ভূমি অনুবিভাগ), রেলপথ মন্ত্রণালয়; ৩। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/ পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে; ৪। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/ পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৫। বিভাগীয় ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা, পাকশী।
৩.৯	**বাংলাদেশ রেলওয়ের সার্টিফিকেট মামলা:** সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধির জন্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত রেখে সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তির উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। যে সকল জেলায় সার্টিফিকেট মামলা বেশি রয়েছে সেখানে কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান করে মামলা নিষ্পত্তির জন্য বিশেষভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	(ক) সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধি করতে হবে এবং এ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (খ) কোন জেলায় সবচেয়ে বেশি সার্টিফিকেট মামলা রয়েছে সে সংক্রান্ত তথ্য পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে। এছাড়া ট্যাগ অফিসারকে দায়িত্ব প্রদান করে মামলা নিষ্পত্তি বৃদ্ধি করতে হবে।	১।মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে; ২। যুগ্মসচিব (আইন ও ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৩। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/ পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩.১০	**যৌথ ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত রেলওয়ে হাসপাতালের কার্যক্রম:** স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও রেলপথ মন্ত্রণালয়ের যৌথ ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত বাংলাদেশ রেলওয়ে হাসপাতাল সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা (চট্টগ্রাম) হাসপাতালের বিষয়ে জরুরি তথ্যাদি সভায় উপস্থাপন করেন।	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সাথে যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত রেলওয়ে হাসপাতালগুলোর কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে; ২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (এমএন্ডসিপি), বাংলাদেশ রেলওয়ে;
৩.১১	**রেলপথ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ রেলওয়ে সম্পর্কিত বিভিন্ন আদালতে চলমান মামলা সম্পর্কে আলোচনা:** সভায় রেলপথ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ রেলওয়ে সম্পর্কিত বিভিন্ন আদালতে চলমান মামলাগুলো নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে আলোচনা হয়। সিনিয়র আইন কর্মকর্তা সভায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মামলায় গৃহীত পদক্ষেপের বিষয়ে সংক্ষেপে সভায় তুলে ধরেন এবং এ বিষয়ে পৃথক সভা আয়োজনের বিষয়ে অনুরোধ জানান। উপসচিব আইন অধিশাখা বলেন বিভিন্ন মামলা/রিট পিটিশনের দফাওয়ারি জবাব যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে দাখিল করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।	ক) আদালতে চলমান মামলাগুলো নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং সঠিক সময়ে প্রয়োজনীয় তথ্য উপস্থাপন করতে হবে। (খ) বিভিন্ন আদালতে চলমান গুরুত্বপূর্ণ মামলার গৃহীত পদক্ষেপের অগ্রগতি পর্যালোচনার নিমিত্তে প্রয়োজন অনুযায়ী পৃথক সভা আয়োজন করতে হবে। (গ) মামলা/রিট পিটিশনের দফাওয়ারি জবাব যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে দাখিল করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে; ২। যুগ্মসচিব (আইন ও ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়; ৩। সিনিয়র আইন কর্মকর্তা/আইন কর্মকর্তা (সদর/ পূর্ব/ পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩.১২	**গণশুনানি নিশ্চিতকরণ:** মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর সংস্থায় মাসিক ভিত্তিতে গণশুনানির আয়োজন করার নির্দেশনা রয়েছে উল্লেখ করে আয়োজিত গনশুনানী কার্যক্রমের হালনাগাদ তথ্য/ছবিসহ প্রমাণক সংযুক্ত করে মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। যাত্রীসাধারণ ও অংশীজনদের নিয়ে আয়োজিত গনশুনানিতে প্রাপ্ত মতামত/অভিযোগের আলোকে প্রদত্ত সেবার মান বৃদ্ধি করতে সংশ্লিষ্টদের সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) গণশুনানি বিষয়ক প্রতিবেদন বাংলাদেশ রেলওয়ে হতে নিয়মিত মন্ত্রণালয়ের জিপিএমএস ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করতে হবে। (খ) মহাব্যবস্থাপক ও বিভাগীয় রেলওয়ে ব্যবস্থাপকবৃন্দ নিয়মিত গণশুনানি আয়োজন করবেন। (গ) প্রাপ্ত মতামতের আলোকে প্রদত্ত সেবার মান বৃদ্ধিতে সচেষ্ট থাকতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে; ২। মহাব্যবস্থাপক, পূর্ব/পশ্চিম বাংলাদেশ রেলওয়ে ৩। বিভাগীয় রেলওয়ে ব্যবস্থাপক(সকল) বাংলাদেশ রেলওয়ে
৩.১৩	**পরিচালন ব্যয় হ্রাস সংক্রান্ত:** মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় বলেন গত বছরের একই সময়ের তুলনায় বাংলাদেশ রেলওয়ের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অপারেটিং রেশিও বর্তমানে ১.৯২। অপারেটিং রেশিও কমানো এবং আয় বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করে সভায় আলোচনা হয়।	বাংলাদেশ রেলওয়ের পরিচালন ব্যয় হ্রাস করতে হবে এবং নন কোর আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে;

৩.১৪	**বিবিধ:** **(১) সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের অফিসে অবস্থান এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সাশ্রয় সংক্রান্ত সাম্প্রতিক সরকারি নির্দেশনা:** সভায় বৈদ্যুতিক বাতি ব্যবহারে সাশ্রয়ী হতে এবং পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক আলো থাকলে জানালা ও দরজা খোলা কিংবা ব্লাইন্ড খোলা রেখে প্রাকৃতিক আলোর সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে গুরুত্বারোপ করা হয়। সভাপতি বলেন, সকাল ০৯:০০-৯:৪০ মিনিট পর্যন্ত সকলকে নিজ অফিস কক্ষে অবস্থান নিশ্চিত করতে হবে। **(২) স্মারক গ্রন্থ প্রকাশনা:** সভাপতি বাংলাদেশ রেলওয়ের শতবছরের পুরাতন ইতিহাস ও এবং ঐতিহ্য সঠিকভাবে সংরক্ষণের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। এ বিষয়ে একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশনার জন্য মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি সম্পাদনা পরিষদ/কমিটি গঠনের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। **(৩) বৃক্ষরোপণ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন :** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার কর্মসূচী হিসেবে ২০২৬-২০৩০ পর্যন্ত সময়ে ০৫ বছরে ২৫ কোটি বৃক্ষরোপণের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ রেলওয়ের বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম নিয়ে সভায় আলোচনা হয়। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভায় বর্ষা মৌসুমে বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন করা ও রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে আলোকপাত করেন। **(৪) সরকারি কর্মসম্পাদন পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা:** সরকারি কর্মসম্পাদন পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা -GPMS এর কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সভাপতি সকলকে সচেষ্ট থাকার নির্দেশনা প্রদান করেন। **(৫)** আসন্ন ঈদ যাত্রায় লোকোমোটিভ Failure বা ফুয়েল ক্রাইসিস এড়াতে পর্যাপ্ত প্রস্তুতি ও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া সভায় মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের বাংলাদেশ রেলওয়ে হতে শর্তসাপেক্ষে পদমর্যাদা অনুযায়ী বাৎসরিক ভ্রমণের ক্ষেত্রে পাস ইস্যু করার ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা হয়।	(১) মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের আওতাধীন সকল অফিসসমূহে সর্বত্র দিনের আলোর সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে এবং সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে কে সকাল ০৯:০০-৯:৪০ মিনিট পর্যন্ত নিজ অফিস কক্ষে অবস্থান নিশ্চিত করতে হবে। (২) বাংলাদেশ রেলওয়ের শতবছরের পুরাতন ইতিহাস ও এবং ঐতিহ্য সঠিকভাবে সংরক্ষণের জন্য স্মারক গ্রন্থ প্রকাশের নিমিত্তে মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি সম্পাদনা পরিষদ/কমিটি গঠন করতে হবে। (৩) ২০২৬-২০৩০ পর্যন্ত সময়ে ০৫ বছরে ২৫ কোটি বৃক্ষরোপণের অংশ হিসেবে চলতি অর্থবছরে বাংলাদেশ রেলওয়ের বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম ও রক্ষণাবেক্ষণের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে । (৪) সরকারি কর্মসম্পাদন পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা -GPMS এর কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সকলকে সচেষ্ট থাকতে হবে। (৫) আসন্ন ঈদ যাত্রায় লোকোমোটিভ Failure বা ফুয়েল ক্রাইসিস এড়াতে পর্যাপ্ত প্রস্তুতি ও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (৬) শর্তসাপেক্ষে পদমর্যাদা অনুযায়ী বাৎসরিক ভ্রমণের ক্ষেত্রে পাস ইস্যু করার বিষয়ে প্রেরিত বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রস্তাবের আলোকে বিধিমোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে; ২। অতিরিক্ত সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়; ৩। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (সকল), বাংলাদেশ রেলওয়ে ৫। যুগ্মসচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৬। মহাব্যবস্থাপক, (পূর্ব/পশ্চিম) বাংলাদেশ রেলওয়ে ৭। বিভাগীয় রেলওয়ে ব্যবস্থাপক(সকল) বাংলাদেশ রেলওয়ে

০৪। নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য, ব্যয় ও সময় সাশ্রয়ী জনপ্রিয় গণপরিবহন মাধ্যম হিসেবে বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রদত্ত সেবার মানোন্নয়নে সভাপতি সবাইকে যথাযথভাবে নিজ দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকতে অনুরোধ জানান। পরিশেষে, উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

১৫-০৫-২০২৬
মোঃ ফাহিমুল ইসলাম
সচিব
ইমেইল : secretary@mor.gov.bd

তারিখ: ১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ
১৫ মে ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

নম্বর: ৫৪.০০.০০০০.০০০.০০৮.০৬.০০০৪.২২.২০৪

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩। অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ, বাসা-১২/সি, রোড-১০৫, গুলশান-২, ঢাকা।
৪। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (আরএস/এমএন্ডসিপি/অবকাঠামো/অপারেশন/অর্থ), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৫। সরকারি রেল পরিদর্শক (জিআইবিআর), রেলপথ পরিদর্শন অধিদপ্তর।

৬। যুগ্মসচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৭। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৮। রেক্টর, রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমি, চট্টগ্রাম।
৯। মহাপরিচালক, রেলওয়ে অডিট অধিদপ্তর, অডিট কমপ্লেক্স (১১ তলা), সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১০। সিএসটিই(টেলিকম), সিএসটিই(টেলিকম)-এর দপ্তর, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
১১। উপসচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
১২। উপদেষ্টার একান্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়।
১৩। প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/রাজশাহী।
১৪। বিভাগীয় রেলওয়ে ব্যবস্থাপক (ঢাকা/চট্টগ্রাম/লালমনিরহাট/পাকশী), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
১৫। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সেল, রেলপথ মন্ত্রণালয়।
১৬। পরিচালক ট্রাফিক (বাণিজ্যিক), পরিচালক ট্রাফিক (বাণিজ্যিক), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
১৭। পরিচালক ট্রাফিক (পরিবহন), পরিচালক ট্রাফিক (পরিবহন), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
১৮। সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, রেলপথ মন্ত্রণালয়।
১৯। সিনিয়র সহকারী সচিব (সকল);সহকারী সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
২০। সিনিয়র তথ্য অফিসার, রেলপথ মন্ত্রণালয়।
২১। প্রধান বাণিজ্যিক কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/রাজশাহী।
২২। প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/রাজশাহী।
২৩। আইন কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/রাজশাহী।
২৪। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/রাজশাহী।
২৫। চীফ কমানডেন্ট (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/রাজশাহী।
২৬। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, রেলপথ মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
২৭। প্রোগ্রামার/সহকারী প্রোগ্রামার/ সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
২৮। হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, হিসাব শাখা, রেলপথ মন্ত্রণালয়।

১৬-০৫-২০২৬
ফাতেমা-তুজ-জোহরা
সিনিয়র সহকারী সচিব